জিডিপি : উচ্ছ্বাস ও বাস্তবতা

Debra Efroymson রচিত BEYOND APOLOGIES: Defining and Achieving an Economics of Wellbeing গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভাবানুবাদ

দীপ্তি ভৌমিক

সময়ের সাথে বিভিন্ন দেশের সম্পদের বা একটি নির্দিষ্ট একক দেশের সম্পদের তুলনা করতে একটি সাধারণ পরিমাপক বা মানদণ্ড প্রয়োজন, যা বৈশ্বিকভাবে প্রয়োগযোগ্য। ১৯৪০-এর মাঝামাঝিতে বিভিন্ন দেশের সরকার এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো এর জন্য মোট জাতীয় উৎপাদন (জিএনপি) এবং মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) ব্যবহার করা শুরু করেছে।

সহজ ভাষায় জিএনপি ও জিডিপি হলো আয়-ব্যয় ও উৎপাদনের পরিমাপক। কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছর) একটি দেশের নাগরিকদের দ্বারা, দেশে বা বিদেশে, যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা উৎপন্ন হয় তার অর্থমূল্যের সমষ্টিকে মোট জাতীয় উৎপাদন বা জিএনপি বলে। অন্যদিকে জিডিপি একটি দেশের জাতীয় অর্থনীতিতে এর ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উৎপন্ন মোট চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার বাজার মূল্যের মোট আর্থিক মূল্যকে পরিমাপ করে। জাতীয় হিসাবে ইউনাইটেড নেশন সিস্টেম অব ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টস (UNSNA) দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকে কী গণনা করতে হবে এবং কী গণনা করতে হবে না।

যখন জিডিপি বৃদ্ধি পায়, ধরে নেয়া হয় অর্থনীতির উন্নতি হচ্ছে, আর যখন জিডিপি স্থবির হয় বা হ্রাস পায়, তখন অর্থনীতির চিত্রটি হয় দুর্বল ও দরিদ্র আকারের। এসব খুবই সহজ, সরল, সাধারণ ও স্বচ্ছ মনে হয়। কিন্তু এটি কি সত্য? জিডিপির মাধ্যমে একটি জাতির কিংবা একটি দেশের এবং এর জনগণের প্রকৃত সম্পদ, এমনকি তাদের ভালো থাকা বা সচ্ছলতা সম্পর্কে খুব কমই প্রকাশ পায়। বিশ্বব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজ এবং অন্যরা যেমন লিখেছেন, বাজার উৎপাদন ও ভোগকে সম্পদের সাথে মেশানো উচিত নয় এবং বিশেষ করে ভালো থাকা বা সচ্ছলতার সাথে তো নয়ই। এহেন সতর্কবার্তা সত্ত্বেও যে কোনো আর্থিক নীতির নকশা প্রণয়নের ক্ষেত্রে জিডিপিই 'উন্নয়ন'-এর মূল ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। জিডিপি দ্বারা বৈধতাপ্রাপ্ত নীতিসমূহকে প্রশ্ন করার জন্য জনসাধারণকে অবশ্যই জিডিপি পরিমাপের মূল নিয়ামক, এর গ্রহণযোগ্যতা, সঠিক মানদণ্ড ও সমস্যাবলি সম্পর্কে ভালোভাবে বুঝতে হবে।

> নাইজারের মতো দেশ মানবসম্পদ উন্নয়ন সূচকে যুক্তরাষ্ট্রের অনেক নিচে অবস্থান করা সত্ত্বেও সেখানকার অনেকেই দামি গাড়ি হাঁকায়, যেখানকার বেশির ভাগ লোকেরই পায়ে হাঁটা ছাড়া অন্য কোনো সামর্থ্য নেই। আবার সুপার মার্কেটগুলোতেও শৌখিন খাদ্য ও বিলাসদ্রব্য বিক্রি হতে দেখা যায়, যে দেশের বেশির ভাগ লোককেই জীবিকার জন্য যেতে হয় বিদেশে।

জিডিপি/জিএনপি ধারণার উৎস: যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে তৎকালীন মহামন্দাজনিত প্রভাব পরিমাপ করার জন্য এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকার সংশ্লিষ্ট হওয়ার সামর্থ্য নিরূপণের লক্ষ্যে প্রথম জিএনপি ব্যবহার করেন। কয়েক বছর পর ১৯৪৪ সালের ব্রেটন উড কনফারেন্স ৪৪টি দেশের প্রতিনিধিদের একত্র করেছে ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক বিপর্যয় এড়ানোর কৌশল নির্ণয় করার জন্য। ব্রেটন উড কনফারেন্সের সময় থেকেই মার্কিন ও ব্রিটিশ কোষাগার গৃহস্থালি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করার জন্য জিএনপি ভিত্তিক পদ্ধতিসমূহ ব্যবহার করা শুরু করেছিল।

ব্রেটন উড সম্মেলনের প্রতিনিধিরাই বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ প্রতিষ্ঠা করেন। যুদ্ধ পরবর্তী আর্থিক সংকটের মোকাবিলায় বিভিন্ন দেশকে তাদের ভয়াবহ আর্থিক অনটনের প্রয়োজনে ঋণ দেওয়ার জন্য বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। অন্যদিকে আইএমএফ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আর্থিক বিনিময় হারের স্থিরতা নিশ্চিত করার জন্য এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে প্রসারিত করার জন্য। উভয় প্রতিষ্ঠানই পরবর্তী সময়ে আরো বড় ক্ষমতাশালী বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আবির্ভূত হয়, যাদের শুধুমাত্র নীতি নির্ধারণ করার ক্ষমতাই ছিল না, বরং জোরপূর্বক তাদের অর্থনৈতিক নীতি অন্যদের ওপর চাপিয়ে দেয়ার ক্ষমতাও ছিল, এবং এই নীতিগুলোর অনেকগুলোই জিডিপির ওপর তাদের কার্যকর ইতিবাচক প্রভাবের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংক বিভিন্ন দেশের ভেতরে এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নতি পরিমাপ করার জন্য জিএনপিকে প্রাথমিক নিয়ামক বা উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে।

কয়েক দশক ধরে অধিকাংশ দেশ জিএনপি পরিমাপ করার পরিবর্তে জিডিপি পরিমাপ করা শুরু করেছে। আর এ দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। অর্থনীতিবিদ ম্যারিলন ওয়ারিংয়ের (Marilyn waring) মতে, জিডিপিতে স্থানান্তরিত হওয়ার মূল কারণ জাতিসংঘের উন্নয়নের দশকে (১৯৬০ সালে) উন্নয়নশীল দেশগুলো জিএনপি ভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন দেখাতে ব্যর্থ হচ্ছিল। জাতিসংঘের পক্ষ থেকে সরকারকে তখন জিএনপির পরিবর্তে জিডিপি পরিমাপ করতে বলা হয়।

মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) কি সম্পদ পরিমাপের সঠিক মানদণ্ড?

প্রকৃতপক্ষে কোনো দেশের সঠিক সম্পদ পরিমাপের একটি দুর্বল গতানুগতিক মানদণ্ড হচ্ছে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি)। এ ছাড়া সচ্ছলতার অর্থাৎ ভালো থাকার মাপকাঠি হিসেবে জিডিপি গতানুগতিক, অকার্যকর একটি পদ্ধতি, যার গুরুত্বপূর্ণ কিছু সীমাবদ্ধতা বা অক্ষমতাকে নিম্নরূপে উপস্থিত করা যায়।

মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) কোনো দেশ বা বড় জনসমষ্টির উৎপাদনের গাণিতিক যোগফলকেই প্রতিফলিত করে থাকে এবং মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) থেকেই মাথাপিছু আয় প্রকাশ করা

হয়। কেননা একটি দেশের একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উৎপাদিত মোট সম্পদকে ওই দেশের মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করে মাথাপিছু জিডিপি নির্ধারণ করা হয়। এই রূপরেখা বা পদ্ধতি একটি ধারণা দিতে সক্ষম, যদিও স্বল্পসংখ্যক লোকের মালিকানায় বিশাল পরিমাণ সম্পদ থাকা আর একটি বিশাল জনগোষ্ঠীর মালিকানায় স্বল্প সম্পদ থাকার বিষয়টি এর থেকে বোঝা যায় না। যা হোক, মাথাপিছু জিডিপির হিসাব থেকে বোঝার উপায় নেই যে কিভাবে বা কী অনুপাতে ওই নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ দেশের সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে বণ্টন করা হয়। কারণ এটা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি, আঞ্চলিকতা, বর্ণ, গোষ্ঠী, লিঙ্গ এবং প্রাসঙ্গিক অন্য সব ভেদাভেদ বা পার্থক্যকে উপেক্ষা করে থাকে।

একটি মোটরগাড়ি সংঘর্ষের ফলে কারো নতুন মোটরগাড়ি কেনার প্রয়োজন হবে, বাড়িতে আগুন লাগলে নতুন বাড়ি নির্মাণ করতে হবে অথবা একটি মহামারি মেডিক্যাল সেবা বৃদ্ধি করবে–সব কিছুই জিডিপির বৃদ্ধি হিসেবে পরিমাপ করা হবে।

মাথাপিছু জিডিপি সীমিত সম্পদ পরিমাপ করতে পারলেও অসমতার প্রসার বা তার বণ্টনের কোনো ধারণা দিতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, নাইজারের মতো দেশ মানবসম্পদ উন্নয়ন সূচকে যুক্তরাষ্ট্রের অনেক নিচে অবস্থান করা সত্ত্বেও সেখানকার অনেকেই দামি গাড়ি হাঁকায়, আবার সেখানেই বেশির ভাগ লোকেরই পায়ে হাঁটা ছাড়া অন্য কোনো সামর্থ্য নেই। আবার সুপার মার্কেট গুলোতেও শৌখিন খাদ্য ও বিলাসদ্রব্য বিক্রি হতে দেখা যায়, যেসব দেশের বেশির ভাগ লোককেই জীবিকার জন্য যেতে হয় বিদেশে। ওই দেশের খনিজ সম্পদ যতটা না নিজের দেশের অধিকাংশ জনগণের মৌলিক চাহিদা মেটায়, তার চেয়ে ওই দেশের কতিপয় লোককে এবং প্রায়ই বিদেশিদের বেশি সমৃদ্ধিশালী করে তোলে। নাইজারের স্থানীয় একজন নাগরিকের ভাষায়, 'নাইজার হচ্ছে দরিদ্র জনগোষ্ঠী নিয়ে একটি ধনী দেশ।' উদাহরণ হিসেবে প্রখ্যাত আমেরিকান নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক পল ক্রুগম্যানের ভাষ্য মতে, "যখন একজন কোটিপতি পানশালায় আসেন, তখন ওই পানশালার 'গড় সম্পদ' বেড়ে যায়, যদিও সেখানকার অন্যান্য ক্রেতার অর্থনৈতিক অবস্থা আগের মতই থাকে; অর্থাৎ পানশালার অন্য ক্রেতারা তিনি পৌঁছানোর পর আগে যতটুকু ধনী ছিলেন তার চেয়ে বেশি ধনী হন না।"

একজন নারী কোনো অর্থ ছাড়াই প্রতিদিন যে কাজ করে, যেমন–পরিবার ও বাড়ির যত্ন নেয়া, জ্বালানি ও পানি সংগ্রহ করা, তার মূল্য অন্য কাউকে যদি দিতে হতো এবং সেই মূল্য গণনা করা হলে অনেক ক্ষেত্রেই দেশের জিডিপি বর্তমানের দ্বিগুণ হতো।

২০১১ সালে প্রলয়ংকরী বন্যা ব্যাংককে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে। বন্যা ও ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা ও বাড়িঘরের পুনর্নির্মাণ থাইল্যান্ডের জিডিপিতে যুক্ত হয়েছে। কিন্তু বাড়ি, রাস্তা এবং অন্য সব কিছুর মূল্য, যা বিপর্যয়ে ধ্বংস হয়েছিল, তা বিয়োজিত হয়নি। মার্কিন কলামিস্ট এবং গৃহস্থালি ও আর্থিক নীতি নির্ধারণের ওপর নিয়মিত বিশ্লেষক ইজরা ক্লেইন (Ezra Klein) ওয়াশিংটন পোস্টে লিখেছেন, '২০১০ সালের এপ্রিলে মেক্সিকোর উপসাগরে বিপর্যয়কারী বিপি তেল কোম্পানি যুক্তরাষ্ট্রের জিডিপি বৃদ্ধি করতে পারে। এটি পরিষ্কার করার জন্য মোটের ওপর প্রায় ৪ হাজার কর্মী নিয়োজিত ছিল। কেউ একজন দেশের প্রতিটি শহরের বৃহত্তম বিল্ডিংগুলো উড়িয়ে দিতে পারে এবং ফলে পুনর্নির্মাণ প্রচেষ্টা অস্থায়ী কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যম হতে পারে'।

একটি মোটরগাড়ি সংঘর্ষের ফলে কারো নতুন মোটরগাড়ি কেনার প্রয়োজন হবে, বাড়িতে আগুন লাগলে নতুন বাড়ি নির্মাণ করতে হবে অথবা একটি মহামারি মেডিক্যাল সেবা বৃদ্ধি করবে–সব কিছুই জিডিপির বৃদ্ধি হিসেবে পরিমাপ করা হবে। সংশ্লিষ্ট জনগণ কি প্রকৃতপক্ষে বিপর্যয়ের পূর্বের চেয়ে ভালো থাকবে? পরিমাপকে আরো অর্থপূর্ণ ও স্বচ্ছ করার জন্য এটি পরিষ্কার যে অন্তত বিপর্যয় কাম্য নয়–সেটি হোক অর্থনৈতিকভাবে বা অন্য কোনোভাবে। জিডিপির গণনায় বিপর্যয়ে সংঘটিত ক্ষতিকে বিয়োজিত করতে হবে।

জিডিপিতে সেই সব কাজ ও ভোগ গণনা করা হয়, যেখানে অর্থ সংশ্লিষ্ট থাকে। জিডিপি কি অন্তর্ভুক্ত করে সেটাই শুধু বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং কী কী বাদ দিতে হবে সেটা বিবেচনা করাও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে জিডিপি শুধু বিনিময়কে পরিমাপ করে, যদি সেখানে অর্থ জড়িত থাকে। জিডিপি গণনার ক্ষেত্রে গৃহস্থালির কাজ, পানি ও জ্বালানি সংগ্রহ, পরিবারের সদস্যদের পারিবারিক উদ্যোগের কাজ বা মাঠে কাজ করা এবং অন্যের যত্ন নেয়াকে উপেক্ষা করা হয়। এ ধরনের কার্যাবলি তখনই গণনা করা হয়, যখন তারা সরাসরি মজুরির বিনিময়ে এটি করে বা একজনের প্রাথমিক পেশা হিসেবে করে। কিন্তু বৈশ্বিকভাবে বেশির ভাগ নারীর একক প্রাথমিক পেশা থাকে না, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তারা যা করে সেগুলো জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত হয় না। পৃথিবীব্যাপী বেশির ভাগ কাজই সাধারণভাবে করা হয় পুরুষদের দ্বারা, নারীদের কাজ হিসাবের আওতায় আনা হয় না, অর্থাৎ নারীরা অর্থনীতিতে অবদান রাখতে অক্ষম–এই ভাবই প্রকাশ করা হয়।

এ ধরনের হিসাব লিঙ্গবৈষম্যে অবদান রাখে এবং অর্থনৈতিক চিন্তায় কোটি কোটি ডলারের বিচ্যুতিতে জড়িত থাকতে পারে। একজন নারী কোনো অর্থ ছাড়াই প্রতিদিন যে কাজ করে, যেমন–পরিবার ও বাড়ির যত্ন নেয়া, জ্বালানি ও পানি সংগ্রহ করা, তার মূল্য অন্য কাউকে যদি দিতে হতো এবং সেই মূল্য গণনা করা হলে অনেক ক্ষেত্রেই দেশের জিডিপি বর্তমানের দ্বিগুণ হতো।

জিডিপিকে পরিমাপ হিসেবে ব্যবহার করার অর্থ কারো কাছে নিজের পরিবার ও বাড়ির জন্য কাজ করার চেয়ে বিক্রির জন্য উৎপাদন ও ভোগকে বেশি মূল্য দেয়া। যেসব মানুষ শিশু, বয়স্ক ও অসুস্থদের দেখাশোনা নিজেরাই করে এবং বেশির ভাগ ভোগ্যপণ্য নিজেরা উৎপাদন করে তাদের চেয়ে যারা সেবা এবং ভোগ্যপণ্য টাকার বিনিময়ে ক্রয় করে; তারা সমাজে অপেক্ষাকৃত বড়লোক হিসেবে বিবেচিত হয়। এভাবেই জিডিপি শিল্পোন্নত দেশগুলোকে অন্যান্য ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশগুলোর চেয়ে অধিক উন্নত হিসেবে তুলে ধরে। একটি বাড়ি তৈরির উৎপাদন মূল্য তখনই আছে বলে ধরা হয়, যখন কেউ বাড়ি তৈরির উপাদান কেনেন এবং নির্মাণকাজে নিজেরা অংশগ্রহণের পরিবর্তে মজুরি দিয়ে শ্রমিক দ্বারা কাজ করান। যেহেতু মজুরিহীন কাজ গণনা করা হয় না, জিডিপি বাড়বে যদি প্রত্যেকে মজুরির বিনিময়ে অন্যের কাজ করে, যা তারা নিজেদের জন্য করত।

মূলধারার অর্থনীতিতে মজুরিহীন ও মজুরিযুক্ত কাজের মূল্য

নির্ধারণে কিছু কিছু গরমিল রয়েছে। যার জন্য অর্থ পাওয়া যায় সেটারই বাণিজ্য হয়, তবে এমন অনেক মজুরিহীন বা অ-আর্থিক কাজ বা অবদান রয়েছে যেসব আমরা প্রতিনিয়ত পেয়ে থাকি, যেমন–মায়ের স্নেহ এবং সেবা। এই ধারার অর্থনীতিতে যে পরিমাণ সময় মানুষ বিনিয়োগ করে এবং যে পরিমাণ মূল্য হাত বিনিময় করে সেটি বিবেচনায় আনা হলে সেই অর্থনীতি বাজার অর্থনীতির চেয়ে আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

বোঝানো হয়, কোনো কিছুর দাম যত বেশি, সেটি তত ভালো। যেহেতু জিডিপিতে অর্থ সবচেয়ে বড় ব্যাপার, সেহেতু জাতীয় অর্থনীতিতে যেসব বস্তুর খরচ কম তার চেয়ে যেসব বস্তুর খরচ বেশি তার অধিকতর মূল্য রয়েছে। বিনা মূল্যে প্রাপ্ত সুবিধাদি মূল্যহীন বিবেচিত হয়। জিডিপির গণনা অনুসারে, একটি সাইকেল কেনার চেয়ে একটি গাড়ি কেনা, একটি পাখার চেয়ে এয়ারকন্ডিশনার বসানো এবং একজনের নিজের বাগানে উৎপাদিত খাবারের চেয়ে ক্রয়কৃত প্যাকেটজাত খাবার অধিক গ্রহণযোগ্য। সেই আলোকে জিডিপি নিয়ে অর্থনীতিবিদদের যে বদ্ধ সংস্কার রয়েছে সেটি জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ রক্ষা, কর্পোরেট কৃষি বাণিজ্য, মোটরগাড়ি প্রস্তুতকারক এবং পেট্রোল কোম্পানির ক্রমবর্ধমান শক্তি রোধ ইত্যাদি ব্যাখ্যা থেকে অনেক দূরে থাকে।

যেহেতু জিডিপিতে অর্থ সবচেয়ে বড় ব্যাপার, সেহেতু জাতীয় অর্থনীতিতে যেসব বস্তুর খরচ কম তার চেয়ে যেসব বস্তুর খরচ বেশি তার অধিকতর মূল্য রয়েছে। বিনা মূল্যে প্রাপ্ত সুবিধাদি মূল্যহীন বিবেচিত হয়। জিডিপির গণনা অনুসারে, একটি সাইকেল কেনার চেয়ে একটি গাড়ি কেনা, একটি পাখার চেয়ে এয়ারকন্ডিশনার বসানো এবং একজনের নিজের বাগানে উৎপাদিত খাবারের চেয়ে ক্রয়কৃত প্যাকেটজাত খাবার অধিক গ্রহণযোগ্য।

জিডিপিতে অনবায়নযোগ্য সম্পদ, প্রকৃতি ও স্বাস্থ্যের কোনো আর্থিক মূল্য নেই। বনকে সমৃদ্ধ করা, দূষণমুক্ত পুকুর এবং সমুদ্র, সুন্দর পাহাড়, বিভিন্ন প্রজাতির জন্য স্বাস্থ্যকর আবাসস্থল এবং শহরের পার্ক ইত্যাদি সংরক্ষণ করার মতো সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয় না; বরং তার কোনো অন্তর্নিহিত মূল্য নেই বলে বিবেচিত হয়। এসব তখনই আর্থিক মূল্য অর্জন করবে, যখন বিক্রি বা ধ্বংস হবে। পানীয় জলের আর্থিক মূল্য আছে, যখন এটি বোতলে বিক্রি হয়। বনের তখনই মূল্য আছে, যখন গাছ কেটে ফেলা হয় এবং বিক্রি হয়। পাহাড়ের মূল্য আছে, যখন এটি খনন করা হয়। এই সব সম্পদের ধ্বংস থেকে যে আর্থিক লাভ আসে, সেসব থেকে সম্পদের ক্ষতি বিয়োজিত হয় না, অর্থাৎ জিডিপি গণনা ব্যালান্সশিটের একটি মাত্র দিক।

যদি একটি কোম্পানি একটি ফ্যাক্টরি খোলে, কিছু লোককে নিয়োগ দেয় এবং তা মালিকের জন্য কিছু লাভ বয়ে আনে কিন্তু পার্শ্ববর্তী নদীতে বিষাক্ত বর্জ্য নিঃসরণ করে, সেটি কেমন হয়? এর ফলে যা উৎপন্ন হয় তা জিডিপির মূল্য বাড়ায়। জিডিপি হিসেবে এটি কোনো ব্যাপার নয় যে ফ্যাক্টরির এই দূষণের কারণে গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যক জেলে তাদের কাজ হারাবে, অথবা পরিবেশের ক্ষতি ফ্যাক্টরির অর্থনৈতিক লাভকে অতিক্রম করবে।

পানীয় জলের আর্থিক মূল্য আছে, যখন এটি বোতলে বিক্রি হয়। বনের তখনই মূল্য আছে, যখন গাছ কেটে ফেলা হয় এবং বিক্রি হয়। পাহাড়ের মূল্য আছে, যখন এটি খনন করা হয়।

যত দ্রুত যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যায় বা সেকেলে হয় এবং পরিবর্তন প্রয়োজন হয়, একটি দেশের জিডিপির পরিমাপ তত ভালো দেখায়। জিডিপি এভাবে একটি অর্থনীতিকে পুনর্ব্যবহার এবং পুনর্নির্মাণের পরিবর্তে নিঃসরণ এবং পরিবর্তনকে উৎসাহিত করে। যেসব দ্রব্য দ্রুত অপ্রচলিত হয়ে যায়, সেগুলোই অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক বলে বিবেচিত হয়। এখানে প্রস্তুতকরণ ও নিঃসরণ–উভয় দ্বারা পরিবেশের ও সম্পদের ক্ষতি হয়।

জিডিপি ক্ষতির প্রতি উদাসীন, হোক সেটি স্থাবর সম্পদ, পরিবেশ কিংবা স্বাস্থ্য। সব উৎপাদনই অর্থনৈতিক সুবিধা বা লাভ হিসেবে বিবেচিত হয়, সেটা কত ক্ষতিকর তা ব্যাপার নয়। উৎপাদন ব্যবস্থায় বিপজ্জনক উপাদানসমূহ উৎপাদনে যে ক্ষতি হয় সেটার কোনো বিয়োজন হয় না। কয়লা খননের মত অর্থনৈতিক কার্যাবলী শিশুদের শিক্ষাদানের চেয়ে বেশি মূল্যবান হিসেবে দেখা হয়।

আমরা সবাই চীনের আশ্চর্যজনক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সম্পর্কে জানি। কী চীনের প্রবৃদ্ধির ভিত্তি? চীন নিজেকে পৃথিবীর ময়লা ফ্যাক্টরিতে পরিণত করেছে। দূষণের হার ত্বরান্বিত ও বিস্তৃত হচ্ছে। শহরগুলো রাসায়নিক প্লান্টের আখড়া এবং এই বাতাসে নিঃশ্বাস নেয়ার মাধ্যমে এখানে বসবাসকারীরা বিপজ্জনক হারে মারা যাচ্ছে। এটা কি তাদের সর্বোত্তম উন্নয়ন করতে পারে?

কেন জিডিপি এখনো ভালো থাকার দুর্বল পরিমাপক?

অনেক বছর ধরে, অনেক লোক সতর্ক করেছেন যে জিডিপি শুধু উৎপাদনের দিকেই নজর দেয় এবং ভালো থাকা বা সচ্ছলতার পরিমাপ করতে পারে না। ১৯৫৯ সালের প্রথম দিকে মার্কিন অর্থনীতিবিদ মোসেস আব্রামোভিচ (Moses Abramovit) বলেছেন, মূলধারার অর্থনীতিবিদরা চূড়ান্ত দ্রব্যের প্রবৃদ্ধি এবং মানবকল্যাণের প্রবৃদ্ধি–এ দুই ধারার মধ্যেই রয়ে গেছেন। এমনকি পরিমাপের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সংগঠক সায়মন কুজনেটস (Simon Kujnets) সতর্ক করেছেন, জাতীয় আয়ের পরিমাপ থেকে একটি দেশের ভালো থাকা বা সচ্ছলতা খুব কষ্টে অনুমান করা যায়। তবু মূলধারার অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ এবং মিডিয়ার উৎসাহে জিডিপি সচ্ছলতার পরিমাপক হয়ে আছে।

কেনেডি জোরালো ভাষায় বলেছেন, জিডিপি স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য, সততা, জ্ঞান, সমবেদনা ও করুণার মতো ব্যাপারকে অবজ্ঞা করে। একটি দেশ কত ভালোভাবে তার প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা ও সংরক্ষণ করে, সমুদ্র, পুকুর, নদী, মাটি ও বাতাসের দূষণ প্রতিরোধে বা পার্ক ও খেলার মাঠ সংরক্ষণে কাজ করে–জিডিপির মাধ্যমে তা বোঝা যায় না। জিডিপি শিল্প এবং সামাজিক অবকাঠামো, যেমন–রাস্তার অবস্থা, ড্রেনেজ ব্যবস্থা, বিদ্যালয়, বাড়ি এবং অন্যান্য ইমারতের ক্ষতির ক্ষেত্রে নীরব। এটি কী দরিদ্রতমদের সচ্ছলতা বা ভালো থাকা সম্পর্কে কিছু ধারণা দেয়? তবু অর্থনীতিবিদরা এটিকে একটি দেশ কেমন, কত ভালো করছে, তার পরিমাপ হিসেবে দেখাতে জোর দিয়ে যাচ্ছেন।

- জিডিপি গুণগত মানকে অবজ্ঞা করে। খাবারের কোনো সুগন্ধ,

স্বাদ বা পুষ্টিমূল্য আছে কি নেই বা আমাদের থালায় আসতে এটিকে কত পথ অতিক্রম করতে হয়, তা নির্দেশ করে না।

- জিডিপি জনসংখ্যার কত শতাংশ বেকার সেটি অবজ্ঞা করে; কারণ উৎপাদনের পরিমাপে প্রকৃত চাকরির সংখ্যা অপ্রাসঙ্গিক।
- জিডিপি নিয়োগের অবস্থাকেও গুরুত্ব দেয় না। শ্রমিকরা বা কর্মজীবীরা তাদের জীবিকার মজুরি পায় কি না, তাদের কত ঘণ্টা কাজ করতে হয়, কর্মস্থল আদৌ নিরাপদ কি না কিংবা তাদের অধিকার সংরক্ষিত হয় কি না, জিডিপি সেসব প্রকাশ করে না। এটি স্বল্প মজুরিপ্রাপ্ত, অনিরাপদ ও বিপজ্জনক কাজে নিয়োগ এবং যেসব কাজে শ্রমিকের উন্নতি হয়, সেসবের মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না। কর্মস্থল লোকের বাড়ির কাছে অবস্থিত কী না বা পরিবার থেকে তাদের ১০০ বা হাজার মাইল দূরে থাকতে হয় কী না, এমন কোনো নির্দেশনা জিডিপিতে নেই। জিডিপি একটি দেশের শিক্ষক, স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী, সমাজকর্মী, খাদ্য নিরাপত্তা পরিদর্শক এবং অন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে যথেষ্ট কর্মী আছে কি না, সেটিও দেখায় না।

এমনকি পরিমাপের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সংগঠক সায়মন কুজনেটস (Simon Kujnets) সতর্ক করেছেন, জাতীয় আয়ের পরিমাপ থেকে একটি দেশের ভালো থাকা বা সচ্ছলতা খুব কষ্টে অনুমান করা যায়। তবু মূলধারার অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ এবং মিডিয়ার উৎসাহে জিডিপি সচ্ছলতার পরিমাপক হয়ে আছে।

একটি সংখ্যাকে এর জনসংখ্যার ভিত্তিতে গড় করা কোনো অর্থ তৈরি করে না। এটি বিপর্যয়কে ইতিবাচক হিসেবে বিবেচনা করে, উপকারী দ্রব্য, সেবা এবং ক্ষতিকর কোনো কিছুর মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না এবং মানুষ যাকে মূল্য দেয় তার বেশির ভাগ বিষয়কে অবজ্ঞা করে। এবং ধনীরা অনিবার্যভাবে অন্যদের চেয়ে বেশি মূল্যবান বলে বিবেচিত হয়।

কেন জিডিপি এখনো আর্থিক সচ্ছলতা পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়?

এসব সমস্যা সত্ত্বেও বিভিন্ন দেশ কতটা ভালো করছে সেটা দেখানোর জন্য সবচেয়ে অধিক ব্যবহৃত নিয়ামক বা কৌশল হিসেবে জিডিপিই কেন ব্যবহৃত হয়ে আসছে? জিডিপির ক্ষমতাশালী সমর্থকরা দাবি করেন যে জিডিপি এমন একটি সহজ সরল পরিমাপক, যা প্রস্তুতকারীর পক্ষপাত এবং বিশ্বাসকে প্রতিফলিত করে না। এমন একটি দাবি পরিষ্কারভাবে অযৌক্তিক। জিডিপির পরিমাপ বিভিন্ন মূল্যকে প্রতিফলিত করে, যা বেশির ভাগ লোক মূল্য সম্পর্কে যে ধারণা ব্যক্ত করে তার সাথে খুব কমই সম্পর্কযুক্ত। এটি এমন একটি বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রতিফলিত করে যা অনেকের বহু খরচের বিনিময়ে গুটিকয়েককে সমৃদ্ধ করার জন্য কাজ করে থাকে। যাঁরা এই ব্যবস্থাটি পছন্দ করেন তাঁরা এই পরিমাপটিও পছন্দ করেন : শুধুমাত্র উৎপাদন ও ভোগ পরিমাপ তাঁদের কার্যাবলি এবং তাঁদের সম্পদের বৈধতা প্রদান করে। এ ব্যবস্থায় সুবিধাপ্রাপ্তদের ধারণা হয় যে, তাদের ক্রমবর্ধমান সম্পদ এবং সামাজিক অবস্থা, সমাজের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পিরামিডের নিম্ন প্রান্তে থাকা মানুষের বিনিময়ে হয়নি। বরং তারা অর্থনীতিতে অবদান রাখে এবং এভাবেই সবার ভালো থাকায় ভূমিকা রাখে। এ ধরনের ক্ষতি, যা মূলধারার অর্থনীতি এবং ক্রমবর্ধমান অসমতার জন্য হয়েছে, সেটাকে আরো স্পষ্টভাবে তুলে ধরার জন্য সচ্ছলতার আরো সঠিক পরিমাপ প্রয়োজন। যারা ক্ষমতায় রয়েছে এবং যারা স্ট্যাটাস বজায় রাখতে চায়, জিডিপি তাদের সাহায্য করে এসব ক্ষতি ও অসংগতি লুকাতে; ফলে এই সব নীতি সারা পৃথিবীতে তাদের ক্ষমতার আধিপত্য বিস্তার করে। কালের আবর্তে জিডিপি পরিমাপে কিছু পরিবর্তন এসেছে, কিন্তু মুখ্য বিষয়কে পরিচিতি এসব খুব কমই কাজে আসে। যেমন, ক্ষতিকর ও উপকারী পণ্যকে সমমূল্য দেয়া এবং নারীর অপরিশোধিত কাজের বর্জন।

জিডিপি গণনা করে না কিভাবে বা কত ভালোভাবে একটি দেশ তার প্রাকৃতিক সম্পদ এবং সম্পদের রক্ষা ও সংরক্ষণ করে বা কত ভালোভাবে এটি সমুদ্র, পুকুর, নদী, মাটি ও বাতাসের দূষণ প্রতিরোধে কাজ করছে, বা বিভিন্ন প্রজাতির ক্ষতি প্রতিরোধে কাজ করছে, বা শহুরে সুবিধা, যেমন–পার্ক ও খেলার মাঠ সংরক্ষণে কত ভালো কাজ করছে।

এটি মনে হতে পারে যে জিডিপি প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ বেশি প্রকাশ করে এবং কম প্রয়োজনীয় বিষয় কম প্রকাশ করে। সরকার কোথায় অর্থ বিনিয়োগ করবে এবং কী ধরনের ব্যবসা ও অভ্যাসকে উৎসাহিত করা হবে সেটি নির্ধারণে জিডিপি সাহায্য করে। জিডিপি এভাবে বিকৃত অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে। জিডিপির ওপর নজর সরকারকে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণে ধাবিত করে, যা বিশালসংখ্যক লোকের ক্ষতি করে, সংখ্যালঘু ও নাজুক গ্রুপ যেখানে অন্তর্ভুক্ত এবং যা মাত্র অল্প কিছুসংখ্যক ধনী কর্পোরেশন ও ব্যক্তিকে সুবিধা দেয়।

যদি সড়ক অবকাঠামোর স্বল্প খরচের ফলে বেশি দুর্ঘটনা এবং উচ্চ পুনর্নির্মাণ খরচ হয়, এবং যদি উচ্চ মেডিক্যাল খরচ হয়, যদি আমরা কর্মসংস্থানের ধরন হিসাব করি, যা বাড়ি ও কাজের মধ্যের দূরত্ব দীর্ঘায়িত করে এবং অনিরাপত্তা বৃদ্ধি করে, যদি ক্রমবর্ধমান মানসিক চিন্তা, চাপ ও দুশ্চিন্তা সমাজের ক্ষতিসাধন করে–তাহলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অর্থ কী দাঁড়ায়?

একটি ভালো উপায়ের পথে : বিকল্প ব্যবস্থা

জোসেফ স্টিগলিজ লিখেছেন, "জীবনের মান নির্ভর করে মানুষের স্বাস্থ্য, শিক্ষার ওপর, তাদের প্রাত্যহিক কার্যাবলির ওপর (যা উপযুক্ত চাকরি এবং বাড়ির কাজকে অন্তর্ভুক্ত করে), রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণের ওপর, সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর, ব্যক্তিগত ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ওপর।" কিছু দেশ, যেমন–ভুটান, ফ্রান্স ও অস্ট্রেলিয়া আরো ভালো একটি উন্নয়নের পরিমাপক চিহ্নিত করেছে। এখানে কিছু প্রতিশ্রুত বিকল্প পন্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো, যা কিছু কিছু ক্ষেত্রে গৃহীত হতে শুরু হয়েছে।

মানব উন্নয়ন সূচক (Human Develpoment Index/HDI)

ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (UNDP) প্রবর্তিত মানব উন্নয়ন সূচক (HDI) হলো উন্নয়ন পরিমাপে নতুন পথ, যা প্রত্যাশিত আয়ু, শিক্ষাগত অনুপ্রবেশ এবং আয়ের নির্দেশকগুলোকে সমন্বিত করে একটি যৌগিক মানব উন্নয়ন সূচকে পরিণত হয়। মানব উন্নয়ন সূচক প্রাপ্তবয়স্কদের স্কুলের গড় বছর এবং বিদ্যালয়ে প্রবেশকৃত শিশুদের প্রত্যাশিত শিক্ষাবর্ষ, প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল এবং মাথাপিছু জাতীয় আয় ব্যবহার করে। তবে HDI অনবায়নযোগ্য

সম্পদ, পরিবেশের অবস্থা, বেকারত্বের হার বা জীবনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিকে নজর দেয় না।

স্বাস্থ্যের বিভিন্ন নির্দেশক, যেমন নবজাতকের মৃত্যুহার, মাতৃমৃত্যু হার এবং প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল ইতিমধ্যে জাতীয় ও বৈশ্বিকভাবে পরিমাপ করা শুরু হয়েছে। এ ছাড়াও কর্মসন্ধানী লোকের সংখ্যা এবং বিদ্যালয় শেষ করা শিশুদের সংখ্যা এবং আয় পরিমাপ করা শুরু হয়েছে। যেহেতু HDI যে অল্প কিছুসংখ্যক জিনিস পরিমাপ করে আয় তাদের মধ্যে একটি, উচ্চ ভোক্তা দেশসমূহ স্বাভাবিকভাবেই তাদের HDI-এর মানের দিক থেকে ওপরে থাকে, এবং ওই আয় (প্রত্যাশিত আয়ু এবং শিক্ষাবর্ষ ছাড়া) দ্বারা একজন কতটা সচ্ছলতা কিনতে পারে সে সম্পর্কে খুব কমই জানায়। স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সীমাবদ্ধ আলোচনার বাইরে HDI এখনো ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত একটি পরিমাপক নয়।

এসব সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও HDI নিশ্চিতভাবে জিডিপির চেয়ে ভালো। আমাদের সমাজের জটিলতাগুলোকে প্রতিফলিত করার জন্য HDI পরিমাপকে আরো সূক্ষ্ম হতে হবে।

সমন্বয়কৃত জাতীয় পণ্য (Adjusted National Product)

১৯৮০ সালে ক্রিশ্চিয়ান লেইপার্ট (Christian Leipert) (বর্তমানে জার্মানিতে পরিবেশ ও সমাজের আন্তর্জাতিক সংস্থার একজন প্রতিনিধি সদস্য) একটি পরিমাপ প্রস্তাব করেছেন, যার নাম তিনি দিয়েছেন সমন্বয়কৃত জাতীয় পণ্য (ANP)। জাতীয় সম্পদ গণনায় ANP মুনাফা থেকে খরচ আলাদা করে। এটি জিডিপি থেকে আত্মরক্ষামূলক ব্যয়কে চিহ্নিত করতে এবং বাদ দিতে কাজ করে। আত্মরক্ষামূলক ব্যয়, পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ এবং দূষণ দূরীকরণকে অন্তর্ভুক্ত করে। এই প্রভাবক অসম নগরায়নের খরচ, বাড়তি সুবিধা দেয়ার খরচ, যেমন–বিদ্যুৎ, পানি এবং বিশাল এলাকাজুড়ে পয়ঃনিষ্কাশন সেবা প্রদানের খরচকে অন্তর্ভুক্ত করে। এটি মোটরগাড়ির অনেক অপ্রত্যক্ষ খরচকে অন্তর্ভুক্ত করে, যেমন– আহত, মৃত্যু এবং পরিবেশচক্রের ক্ষতিকে অন্তর্ভুক্ত করে। এটি দেশীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন অস্থিরতা এবং অনিরাপত্তার খরচকে অন্তর্ভুক্ত করে, পুলিশের খরচ, জেল, ব্যক্তিগত নিরাপত্তাকর্মী, নিরাপত্তাব্যবস্থা এবং মিলিটারি খরচকে অন্তর্ভুক্ত করে।

> যারা ক্ষমতায় রয়েছে এবং যারা স্ট্যাটাস বজায় রাখতে চায়, জিডিপি তাদের সাহায্য করে এসব ক্ষতি ও অসংগতি লুকাতে; ফলে এই সব নীতি সারা পৃথিবীতে তাদের ক্ষমতার আধিপত্য বিস্তার করে।

এর সমষ্টি গুরুত্বহীন নয়

যুক্তরাষ্ট্র নিজেই ২০১০ সালে অস্ত্রের পেছনে ৭০০ বিলিয়ন ডলার খরচ করেছে, যেখানে সারা ইউরোপ মিলে খরচ করেছে ৩৭৬.৩ বিলিয়ন ডলার। আত্মরক্ষামূলক ব্যয় অস্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার অনেক প্রকাশকে অন্তর্ভুক্ত করে : ধূমপানের সাথে আনুষঙ্গিক সব খরচ, ফাস্ট ফুড এবং অন্যান্য পানীয় (যেমন–কোমল পানীয়, কৃত্রিম জুস ইত্যাদি), ওষুধ, মদ, শিল্পায়নজনিত দুর্ঘটনা এবং রোগ, বেকারত্ব থেকে মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য সমস্যা এবং আরো অন্যান্য খরচকে অন্তর্ভুক্ত করে।

ANP এভাবে ইতিবাচক খরচ থেকে নেতিবাচক খরচকে আলাদা করতে প্রচেষ্টা চালায় এবং অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের দিকে নির্দেশ করে। এর ফলে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত হবে, একটি অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার এবং আরো আকর্ষণীয় পরিবেশ পাওয়া যাবে। যা হোক, কে সিদ্ধান্ত নেবে কোন ব্যয়টি ইতিবাচক আর কোনটি নেতিবাচক?

চীন ২০০৬ সালে একটি সবুজ জিডিপি নির্ঘণ্ট তৈরি করেছে, যা নির্দেশ করে যে পরিবেশগত ক্ষতিকে বিবেচনায় আনলে চীনের জিডিপি শতকরা তিন ভাগ হারে কমতে পারে। বিশ্বব্যাংক সমন্বিত জাতীয় আয় গণনা করে, যাকে এটি সংজ্ঞায়িত করেছে মোট জাতীয় আয় (GNI) হিসেবে, যা হচ্ছে স্থির মূলধন এবং প্রাকৃতিক সম্পদের হ্রাসকরণের বিয়োজিত ভোগ। এগুলো সঠিক নির্দেশনার ধাপ হলেও এটি পরিষ্কার নয়, কী কী বিষয় এবং পরিমাণ যথার্থভাবে এই পরিমাপে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই বিকল্প পরিমাপগুলো আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে সব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড লাভজনক ও সমান উপযোগী নয়।

> চীন ২০০৬ সালে একটি সবুজ জিডিপি নির্ঘণ্ট তৈরি করেছে, যা নির্দেশ করে যে পরিবেশগত ক্ষতিকে বিবেচনায় আনলে চীনের জিডিপি শতকরা তিন ভাগ হারে কমতে পারে।

বিশুদ্ধ উন্নতি নির্দেশক (Genuine Progress Indicator)

জাতীয় গণনায় ভালোকে খারাপ থেকে পৃথক করার জন্য বিশুদ্ধ উন্নয়ন নির্দেশক একটি অনুরূপ প্রচেষ্টা GPI, যেটি ১৯৯৫ সালে প্রস্তাবিত হয়েছিল উন্নতিকে পুনঃসংজ্ঞায়নের মাধ্যমে। এ সংস্থা একটি পরিবর্তিত নীতি খুঁজছে 'একটি টেকসই অর্থনীতি, একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং একটি ন্যায্য সমাজ অর্জন করার জন্য'। জিপিআই (GPI) প্রশ্ন তোলে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির (দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সেবার প্রসার) ফলে প্রকৃতপক্ষে সচ্ছলতার উন্নয়ন হচ্ছে কি না। ANP-এর মতো GPI ও মূল্যবান অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে অস্বাস্থ্যকর ও দূষিত শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং কার্যাবলির প্রবৃদ্ধি থেকে পৃথক করার প্রচেষ্টা চালায়। এটি মোট মুনাফা থেকে নিট মুনাফাকে আলাদা করার ব্যবসায়িক অভ্যাসকে সম্পর্কযুক্ত করে। নিট মুনাফা হলো মোট আয় থেকে মোট উৎপাদন খরচের বিয়োগফল। এচও এভাবে শূন্য হতে পারে, যদি দেখা যায় সন্ত্রাস, খারাপ বা ভগ্নস্বাস্থ্য, দূষণ, সম্পদের হ্রাসকরণ এবং পরিবেশগত পরিবর্তনের ফলে যে আর্থিক ক্ষতি হয় তা পণ্য ও সেবা থেকে আর্থিক লাভের সমান।

GPI, HDI-এর তুলনায় অনেক বেশি পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিমাপক, যেহেতু এটি মাত্র তিনটি নির্দেশককে সমন্বিত করে না; বরং তিনটি ক্ষেত্রের ২৬টি নির্দেশককে সমন্বিত করে (অর্থনৈতিক, পরিবেশগত ও সামাজিক)। আয় অসমতা, নিম্ন নিয়োগের খরচ, জলাভূমি এবং কৃষিজমির ক্ষতি, অনবায়নযোগ্য সম্পদের হ্রাসকরণ, গৃহস্থালি এবং স্বেচ্ছাসেবী কাজের মূল্য, অবসর সময়ের ক্ষতি এবং বিনিময়ের খরচকে নির্দেশকগুলো অন্তর্ভুক্ত করে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রদেশ ভারমন্ট ও মেরিল্যান্ড এখন GPI ব্যবহার করছে। GPI, HDI-এর চেয়ে বড় ধাপ।

মোট জাতীয় সুখ (Gross National Happiness)

সম্ভবত সর্বাপেক্ষা ব্যাপক ও আশাপ্রদ একটি রূপরেখা, যা জিডিপি থেকে অনেক দূরের একটি বড় পদক্ষেপ নিতে পারে তা হলো মোট জাতীয় সুখ (GNH)। এটি মানুষ কী উৎপাদন করে তার পরিবর্তে

মানুষ কী মূল্য দেয় সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই নাম সত্ত্বেও 'সুখ' মানে সচ্ছলতা বা ভালো থাকা বোঝানো হচ্ছে। GNH-এর আদি উৎস হলো ভুটানের মতো একটি ক্ষুদ্র, বিচ্ছিন্ন পাহাড়ি রাজ্য।

ভুটানে UNDP-এর প্রাতিষ্ঠানিক প্রোগ্রাম কর্মকর্তা স্টিফেন প্রিজনার (Stefan Priesner) ব্যাখ্যা করছেন, এটা ভুটানের উপলব্ধি ছিল যে উন্নয়ন জনগণকেন্দ্রিক হওয়া উচিত। যার প্রেক্ষিতে শিল্পায়ন বা অর্থনীতির বৈচিত্র্যকরণের পরিবর্তে দুষ্প্রাপ্য সম্পদ এবং সামাজিক খাতে বিনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। GNH প্রতিফলিত করে, 'অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মৌলিক উদ্দেশ্য অর্থকরী দক্ষতা নয়, বরং সুখের সর্বোচ্চকরণ'।

কাতার পৃথিবীর ধনী দেশগুলোর একটি, যখন এর জিডিপি পরিমাপ করা হয়, নবজাতক মৃত্যুহারের দিক থেকে দেশটির অবস্থা অন্য ৫৯ দেশের থেকে খারাপ। সৌদি আরব ৪৪তম ধনী দেশ, কিন্তু নবজাতক মৃত্যুর শর্তে অন্য ১১৪ দেশের চেয়ে এর অবস্থা খারাপ। খারাপ অবস্থা প্রদর্শনকারী অন্য দেশগুলো হলো যুক্তরাষ্ট্র (জিডিপিতে অবস্থান ১৪তম এবং নবজাতক মৃত্যুহারের দিক থেকে ৫৬তম) ও দক্ষিণ আফ্রিকা (সম্পদে ১০৮তম এবং শিশু নবজাতক মৃত্যুহারে ১৭৪তম)।

নির্দিষ্টভাবে GNH সর্বমোট ৯টি ক্ষেত্র বা স্তম্ভের দিকে লক্ষ করে : মানসিক ভালো থাকা, সময়ের ব্যবহার, সম্প্রদায়, জীবনীশক্তি, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, বাস্তুতান্ত্রিক স্থিতিস্থাপকতা, জীবনযাত্রার মান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সুশাসন। এসব ক্ষেত্রের মধ্যে ৩৩টি নির্দেশক আছে, যাদের মধ্যে গৃহস্থালি, মাথাপিছু আয় একটি। অন্যান্য নির্দেশক অন্তর্ভুক্ত করে নিরাপত্তা, সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক, সাক্ষরতা, বাস্তুতান্ত্রিক বিষয়, ঘুম এবং কাজে ব্যয়কৃত সময়। সরকারের লক্ষ্য শুধুমাত্র সার্বিক GNH বৃদ্ধি নয়, বরং প্রত্যেক জনসংখ্যা গ্রুপে প্রত্যেক ক্ষেত্রকে তুলে ধরা। তাৎক্ষণিকভাবে যদিও জনগণ সর্বোপরি ভালো করছে, রাজধানীর লোকজনের গোষ্ঠীগত জীবনীশক্তির অভাব একটি বিষয় হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, যা উত্থাপিত হওয়া প্রয়োজন।

এটা প্রশ্ন নয় যে GNH বা জিডিপির অন্য বিকল্পগুলো যথার্থ পরিমাপক কি না। ব্যাপার হলো যে আমরা আমাদের দৃষ্টি ভোগ থেকে সচ্ছলতার দিকে বা ভালো থাকার দিকে পরিবর্তন করেছি এবং আমরা জিডিপিকে আরো বেশি যথার্থ পরিমাপ দিয়ে প্রতিস্থাপন করেছি। পরিমাপের অপেক্ষাকৃত ভালো উপায় হচ্ছে বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা জনগণকে সাহায্য করছে, নাকি আঘাত করছে সেটি নিরূপণ করা। জিডিপির বিকল্প অবশ্যই নমনীয় হতে হবে : তাদের পুনঃপুন মাত্রায় গৃহীত হতে হবে, যাতে দেশগুলো এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে বর্তমান ও পরিবর্তনশীল প্রয়োজনের সাপেক্ষে। যা হোক, একটি যথার্থ প্রতিস্থাপনকারীর জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। অপেক্ষাকৃত ভালো প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য জিডিপি থেকে স্থানান্তরিত হওয়ার প্রথম পদক্ষেপ হতে পারে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে আমাদের স্বাধীন করা।

একটি দেশ জিডিপি দিয়ে কতটা সচ্ছলতা কিনতে পারে?

দুর্ভাগ্যবশত দেশগুলোর জিডিপির তুলনা করার জন্য জিএনএইচ (GNH) বা অন্য কোনো উন্নত পরিমাপক অর্থাৎ অন্য কোনো সহজলভ্য পরিমাপক নেই। একটি দেশের জিডিপির সাথে জাতীয় নবজাতক মৃত্যুহারের কি তুলনা করা সম্ভব? এটা প্রত্যাশিত যে উচ্চ গড় আয়ের দেশগুলোর নবজাতক মৃত্যুহার থাকবে নিম্ন, যেখানে বেশির ভাগ মা গর্ভধারণের সময় ভালো খাবার ব্যবস্থা করতে পারে, ভালো স্বাস্থ্যসেবা পায়, একটি নিরাপদ স্থানে জন্মদান করতে পারে এবং তাদের শিশুদের ভালোমতো খাওয়াতে পারে। অথচ এসব দেশে নবজাতক মৃত্যুহার প্রায়ই জিডিপির সমান তালে চলতে ব্যর্থ হয়।

জিডিপির বিচারে কাতার পৃথিবীর ধনী দেশগুলোর একটি, অথচ নবজাতক মৃত্যুহারের দিক থেকে দেশটির অবস্থা অন্য ৫৯ দেশের থেকে খারাপ। সৌদি আরব ৪৪তম ধনী দেশ, কিন্তু নবজাতক মৃত্যুর শর্তে অন্য ১১৪ দেশের চেয়ে এর অবস্থা খারাপ।

খারাপ অবস্থা প্রদর্শনকারী অন্য দেশগুলো হলো যুক্তরাষ্ট্র (জিডিপিতে অবস্থান ১৪তম এবং নবজাতক মৃত্যুহারের দিক থেকে ৫৬তম) ও দক্ষিণ আফ্রিকা (সম্পদে ১০৮তম এবং শিশু নবজাতক মৃত্যুহারে ১৭৪তম)। তবে উল্লেখযোগ্য কিছু অর্জনকারীও রয়েছে : কোস্টারিকা, কিউবা, শ্রীলঙ্কা, ভিয়েতনাম ও মাদাগাস্কার। উল্লেখযোগ্যভাবে জিম্বাবুয়ে সম্পদের দিক থেকে অনেক নিচে–২২৭তম (একমাত্র গণপ্রজাতান্ত্রিক কঙ্গোর চেয়ে গরিব), কিন্তু নবজাতক মৃত্যুর দিক থেকে অবস্থান ১৫৫তম।

Debra Efroymson: হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা শেষে এখন গবেষণা ও সমাজকর্মে নিয়োজিত।

দীপ্তি ভৌমিক : স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী, অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

ইমেইল: bhowmikdipti39@gmail.com